233663 - স্যালাইন, ভটিামনি ইনজকেশন ও শরিাতে পুশকৃত ইনজকেশন কি রোযা নষ্ট করবে?

প্রশ্ন

স্যালাইন, ভটিামনি ইনজকেশন, শরিাতে পুশকৃত ইনজকেশন ও সাপোজেটরি ব্যবহারে কি রোযা ভাঙ্গবে? আমি অগ্রগণ্য অভমিতটি জানতে চাই।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

যা কছিু পানাহার, কংিবা পানাহাররে স্থলাভষিক্তি সটোই রোযা ভঙ্গকারীর অন্তর্ভুক্ত। ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিরি আলমেগণ বলনে:

“রোযা ভঙ্গকারী বষিয় অনকে। এর মধ্যে রয়ছে- ইচ্ছাকৃত পানাহার। পানাহাররে অধীনে পড়বে প্রত্যকে খাদ্য বা পানি যা পটেে প্রবশে করে। রাইস টউবরে মাধ্যমে নাক দয়িে যা পটেে পৌঁছানো হয় সটোও এর অধভিুক্ত হবে। অনুরূপভাবে খাদ্যরে বকিল্প ইনজকেশনও এর অধভিুক্ত হবে।”[ফাতওয়াল লাজনা আদ-দায়মিা (৯/১৭৮)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

“রোযা ভঙ্গকারী বষিয়গুলো হচ্ছে- খাওয়া ও পান করা: সে খাদ্য বা পানীয় যে শ্রণেীরই হোক না কনে। খাওয়া ও পান করার অধভিুক্ত হবে ইনজকেশনসমূহ। অর্থাৎ ঐ সকল ইনজকেশনসমূহ যগেুলো শরীরে পুষ্টি যোগায় কংিবা খাদ্যরে মাধ্যমে শরীরে যে শক্তি অর্জতি হয় এসব ইনজকেশনরে মাধ্যমওে একই শক্তি অর্জতি হয়। তাই এগুলো রোযা ভঙ্গ করবে...।”[মাজমুউ ফাতাওয়া ও রাসায়লিলি উছাইমীন (১৯/২১)]

তনিি আরও বলনে:

আলমেগণ মুফাত্তরিাত বা রোযা ভঙ্গকারী বষিয়গুলোর অধভিুক্ত করছেনে ঐ সব বষিয়কে যগেুলো পানাহাররে পর্যায়ে পড়ে। যমেন- পুষ্টদিায়ক ইনজকেশন। যে সকল ইনজকেশনরে মাধ্যমে শরীর চাঙ্গা হয় কংিবা রোগ মুক্ত হয় এটি সসেব ইনজকেশন নয়। বরং এটি হচ্ছে পুষ্টদিায়ক ইনজকেশন; যা পানাহাররে স্থলাভষিক্তি। এ আলোচনার ভত্তিতিে যে সব

ইনজকেশন পানাহাররে স্থলাভষিক্তি নয় সগেুলো রোযা ভঙ্গ করবে না। চাই সে ইনজকেশন রগে দয়ো হোক কংিবা রানে দয়ো হোক কংিবা অন্য কোন স্থান দয়িে দয়ো হোক।[শাইখ উছাইমীনরে 'মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়লিলি উছাইমীন (১৯/১৯৯)]

দুই:

কছিু কছিু রোগীকে রগ দয়িে যে স্যালাইন পুশ করা হয় এটি রোযা ভঙ্গ করবে। কনেনা এটি খাদ্য দ্রব্যরে অন্তর্ভুক্ত। (কারণ এর মধ্যে লবণ ও তরল রয়ছে) যা পটেে প্রবশে করবে এবং এর দ্বারা শরীর উপকৃত হবে।

তনি:

ভটিামনি ইনজকেশন ও রগে পুশ করা ইনজকেশন:

যদি এ সকল ইনজকেশন শরীরকে চাঙ্গা করার জন্য, ব্যথ্যা দূর করার জন্য, কংিবা লাঘব করার জন্য, জ্বর কমানোর জন্য গ্রহণ করা হয় এবং এটি পুষ্টগিুণ সম্পন্ন না হয় তাহলে এসব ইনজকেশনরে কারণে রোযা ভঙ্গ হবে না।

পক্ষান্তরে, যদি পুষ্টগিুণ সম্পন্ন হয় তাহলে এটি রোযা নষ্ট করবে। কারণ এটি খাবার ও পানীয়রে স্থলাভষিক্তি; তাই এটাকে খাবার ও পানীয়রে হুকুম দয়ো হবে।

ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিি বলনে: চকিৎিসার উদ্দশ্যে রোযাদাররে জন্য রমযানরে দনিরে বলোয় পশেীতে ইনজকেশন দয়ো জায়যে আছে। কন্তিু, রোযাদাররে জন্য খাদ্য-ইনজকেশন গ্রহণ করা নাজায়যে। কনেনা ইনজকেশন গ্রহণ করা খাবার-দাবার গ্রহণ করার ন্যায়। তাই এ ধরণরে ইনজকেশন গ্রহণ করা রমযান মাসে রোযা ভাঙ্গার একটা একটা কৌশল। যদি পশেীতে ও রগরে ইনজকেশন রাতরে বলোয় দয়ো যায় তাহলে সটো উত্তম।[স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াসমগ্র থকেে (১০/২৫২) সমাপ্ত]

চার:

সাপোজটিরি রোযা ভাঙ্গে না। কারণ এটি চকিৎিসার জন্য গ্রহণ করা হয়। এটি খাবার ও পানীয় এর মধ্যে পড়ে না।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

রোযাদার ব্যক্তি অসুস্থ হলে গুহ্যদ্বার দয়িে প্রবশেকৃত সাপোজটিরি ব্যবহারে কোন গুনাহ্ নইে। কনেনা এটি পানাহার নয় এবং পানাহাররে স্থলাভষিক্তিও নয়। শরয়িত প্রণতো আমাদরে উপর শুধু পানাহার করা হারাম করছেনে। অতএব, যা কছিু পানাহাররে স্থলাভষিক্তি সটোকে পানাহাররে হুকুম দয়ো হবে। আর যা কছিু এরকম নয় সগেুলো শব্দগত কংিবা অর্থগতভাবে পানাহাররে অধীনে পড়বে না। ফলে সগেুলোর জন্য পানাহাররে হুকুমও সাব্যস্ত হবে না।[ফাতাওয়া ওয়া রাসায়লিলি উছাইমীন

(১৯/২০৪]

আরও জানতে দেখুন: 37749 নং ও 38023 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।